নাগদহ ইউপির নির্বাচনে আ’লীগের মনোনয়ন চেয়ে ৫ প্রার্থীর আবেদনপত্র জমা

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগের ৫ মনোনয়ন প্রত্যাশি দলীয় মনোনয়ন চেয়ে আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ওই ৫ প্রার্থী আবেদনপত্র জমা দেন।

আবেদনপত্র জমাদানকালে উপজেলা আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলি মাষ্টার ও সাবেক প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন।

দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশি প্রার্থীরা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল কুদ্দুসের কাছে আবেদনপত্র জমা প্রদান করেন। দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশিরা হলেন বর্তমান চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হায়াত আলী, আওয়ামী লীগ নেতা বিপুল জোয়ার্দার, উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক খন্দঃ বজলুল করিম ও ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মিশর আলী।

আবেদনপত্র জমাদানকালে বিভিন্ন ওয়ার্ডের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকগণ ছাড়াও প্রার্থীদের কর্মি সমর্থকরাও উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য আগামী ১৬ মার্চ এই ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে

বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্টভূক্ত ১১ আসামী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা ও ফাঁড়ি পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলার ১১ ওয়ারেন্টভূক্ত আসামীকে গ্রেফতার হয়েছে। গতকাল বুধবার দিনগত রাতে বিভিন্ন গ্রামে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে,চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুনের নির্দেশে থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম এর নেতৃত্বে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ও ফোর্সরা এ অভিযান পরিচালনা করেন।

গ্রেফতারকুতরা হলেন স্টেশনপাড়ার রেজাউল ইসলামের ছেলে রবিউল ইসলাম (২৮), বন্ডবিল গ্রামের শফি মোল্লার ছেলে রিয়াজ উদ্দিন ওরফে মামুন (৪২), হারদী ইউনিয়নের বামানগর গ্রামের কাজী আজগর আলীর ছেলে আবু সালাম, একই গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে সেলিম মিয়া, শরিয়ত উল্লার ছেলে সুজন আলী,কালিদাসপুর ইউনিয়নের শ্রীরামপুর নতুনপাড়ার মৃত কিতাব আলীর ছেলে শের আলী (৪৫), একই গ্রামের ওমেজ আলীর ছেলে মানিক (৩০), উপজেলার ভোলারদাড়ি গ্রামের নিয়ামত আলীর ছেলে ইকারদ্দিন, তিয়রবিলা গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে মিন্টু বিশ্বাস,কয়রাডাঙ্গা গ্রামের রিজাউলের ছেলে আশিকুর রহমান, জামজামি গ্রামের মৃত হারান আলীর ছেলে মিলন মন্ডল।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের আজ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ২ মাসেও সন্ধান মেলেনি নিখোঁজ মাদ্রাসা ছাত্রীর

আলমডাঙ্গার নতিডাঙ্গায় বিথী খাতুন (১৪) নামে এক মাদরাসা ছাত্রী নিখোঁজের পর ২ মাস হলেও এখনো সন্ধান মেলেনি। নিখোঁজ বিথী

খাতুন উপজেলার নতিডাঙ্গা মাদ্রাসার ৭ম শ্রেণির ছাত্রী এবং আবাসন এলাকার বাদাম বিক্রেতা সামসুল ওরফে কালুর মেয়ে।

গত ১৯ শে ডিসেম্বর মাঠে ঘাস কাটতে যাওয়ার উদ্দেশে বের হয়ে সে আর ঘরে ফেরেনি। নিখোঁজের তিনদিন পর পরিবারের পক্ষ থেকে আলমডাঙ্গা থানায় ডায়েরি করা হয়।

পরিবার ও থানা সূত্র জানায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের নতিডাঙ্গায় আবাসনে দিনমজুর কালুর পরিবার। সংসারের অভাব অনটনের মধ্যেও বাদাম বিক্রি করে তার মেয়ে বিথী খাতুনকে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করায়।

গত ১৯শে ডিসেম্বর দিনমজুর কালুর মেয়ে বিথী খাতুন বাড়ির ছাগলের জন্য দুপুর ১২ টায় মাঠে ঘাস আনতে যায়। দুপুরে গিয়ে বিকেল হলেও সে বাড়িতে ফিরে আসেনি। পরিবারের লোকজন এলাকাবাসী বিথীকে খুঁজতে বের হয়।

দুই দিন যাবৎ মাঠের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামবাসীদের সহযোগীতায় খোঁজ তল্লাশি চালায়। কয়েক গ্রামে বিথীর সন্ধানে মাইকিং করে। তারপরও কোন সন্ধান মেলেনি বিথীর। নিখোঁজের তিনদিন পর পরিবারের পক্ষ থেকে আলমডাঙ্গা থানায় সাধারণ ডাইরী করা হয়। গত ২ মাস পার হলেও বিথীর কোন সন্ধান না পেয়ে হতাশায় ভুগছে পরিবার। সন্ধানে স্বজনরা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা কামনা করেছেন।

নিখোঁজ বিথীর পিতা সামসুল ইসলাম কালু জানান, প্রতিদিনের মতো গত ১৯ শে ডিসেম্বর দুপুরে বিথী মাঠে ছাগলের জন্য ঘাস আনতে যায়। দুপুর পেরিয়ে বিকেল হলেও তার কোন সন্ধান না পেয়ে মাঠে খোঁজ তল্লাশি করা হয়। খুঁজে না পেয়ে আলমডাঙ্গা থানায় সাধারণ ডাইরী করা হয়েছে। গত ২ মাস অতিবাহিত হলেও মেয়েটি জীবিত আছে কিনা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর খোজঁ করতে অনুরোধ জানান।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, নিখোঁজ ডায়েরির পর থেকে পুলিশ বিথীকে উদ্ধারে তৎপর রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় জামায়াতের ৩ কর্মী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় নাশকতা মামলায় জামায়াতের ৩ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

আটকৃত ব্যাক্তিরা হলেন উপজেলার খেজুরতলা গ্রামের হেলাল উদ্দিনের ছেলে মাসুদ রানা (২৬), রেজাউল করিমের ছেলে বিপ্লব আলী (২৫) ও ঠান্ডু রহমানের ছেলে আশরাফুল ইসলাম (২৬)।

এ জাহার সূত্রে জানাযায়, গত ১৪ ডিসেম্বর রাতে সরকারি স্থাপনায় হামলার পরিকল্পনা সহ নিষিদ্ধ জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা অবস্থান করছিলো। এসময় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানাপুলিশ একজনকে গ্রেফতার করে। এঘটনায় অজ্ঞাত ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে পুলিশ।

ওই ঘটনায় গতকাল সোমবার রাতে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ অভিযান চালিয়ে জামায়াতের ৩ কর্মীকে গ্রেফতার করে। আজ মঙ্গলবার নাশকতা মামলায় তাদের জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় মাথাভাঙ্গা নদীতে বালি উত্তোলন ঝুঁকিতে সেতু ও কমিউনিটি ক্লিনিক

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ায় আবাসন প্রকল্পে উন্নয়নের নামে মাথাভাঙ্গা নদী থেকে বাণিজ্যিক ভাবে উত্তোলন করা হচ্ছে বালি ।

এসব বালি নামমাত্র আবাসনে দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করবে বলে দাবি করেছে স্থানীয়রা। নদীর ২০ফিট গভীর থেকে ড্রেজিং করায় নদীর পাড় ভাঙার শঙ্কা করছে এলাকাবাসী। সরকারি কমিউনিটি ক্লিনিকের

সন্নিকটে এমন বালি উত্তোলনের কর্মযোগ্য চালিয়ে যাচ্ছে প্রভাবশালীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, যার ঘর ও জমি নেই এমন দুস্ত পরিবারকে জমিসহ ঘর উপহার দিচ্ছে সরকার। এমন তালিকায় উপজেলার হাটবোয়ালিয়ার মাথাভাঙ্গা নদীর পাড়েই গড়ে তোলা হচ্ছে সারিবদ্ধ ১২ টি পাঁকা স্থাপনা। দ্রুত প্রধানমন্ত্রী দুস্ত পরিবারকে ঘর উপহার দিবে।

ঘর নির্মাণ আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহি অফিসার সরাসরি দেখভাল করছে। এসব ঘরে ২ টি রুম ও একটি ডাইনিং রয়েছে। প্রতিটি ঘরের জন্য ৫ স্ট্রেয়ারিং করে বালির প্রয়োজন হবে। যা ১২ টি ঘরে ৬০ ট্রেয়ারিং বালি প্রয়োজন।

এসুযোগে স্থানীয় মেম্বারসহ কয়েকজন বালি উত্তোলনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক সুবিধা নিতে মরিয়া হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে মাথাভাঙ্গা নদীতে ভেড়ানো হয়েছে বালি উত্তোলনের জন্য ড্রেজিং মেশিন।

বালি মাটি আইনের ধারা ৪-এর (খ) অনুযায়ী, সেতু, কালভার্ট, বাঁধ, সড়ক, মহাসড়ক, রেললাইন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা অথবা আবাসিক এলাকা থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে বালু উত্তোলন নিষিদ্ধ।

তবে, ২শ’ মিটারের মধ্যে নির্মাণ করা হচ্ছে ব্রিজ। ২০ মিটারের মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি ক্লিনিক ও ১শ’ মিটারের মধ্যে স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ি ও গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। এছাড়াও বালি উত্তোলনের জায়গা থেকে প্রায় দেড়শ মিটারের মধ্যে সরকারি আবাসনের ১২ টি ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে ২ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার সাহিনুর রহমান জানান, সরকারি ঘরে বালির প্রয়োজন স্বার্থে মাথাভাঙ্গা নদী থেকে ড্রেজিং করে বালি উত্তোলন করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুমতিতে এ ড্রেজিং কাজ চালানো হচ্ছে।

এবিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর জানান, বালি উত্তোলনের জন্য কাউকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে, ঘরের জন্য কিছু বালি লাগবে। বিষয়টি দেখবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

আলমডাঙ্গায় শিশু খাদ্য দোকানিকে জরিমানা,ভেজাল খাদ্য আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস

চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযানে নকল মোড়ক ভেজাল শিশু খাদ্য বিক্রয়ের অভিযোগে দুই দোকান মালিককে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অভিযানে প্রায় ৩০ হাজার টাকা মূল্যের ভেজাল শিশু খাদ্য জব্দ করা হয়।

সোমবার দুপুরে আলমডাঙ্গা শহরের চারতলা মোড় এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, আলমডাঙ্গা পৌর শহরের তারতলা মোড়ে মেসার্স জহির স্টোর ও মেসার্স মোল্লা স্টোরে নকল মোড়কে ভেজাল শিশু খাদ্য বিক্রয়ের অভিযোগ পাওয়া যায়।

সোমবার দুপুরে থানাপুলিশের সহযোগীতায় ওই দুই দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।
এসময় মেসার্স জহির স্টোরের মালিক জহুরুল ইসলামকে ১০ হাজার ও মেসার্স মোল্লা স্টোরের মালিক জামিরুল ইসলামকে পৃথক আইনে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়াও নকল মোড়কসহ ভেজাল শিশু খাদ্য সামগ্রী জব্দ করা হয়। যা পরবর্তীতে পৌর এলাকার পশু হাটে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

এই অভিযানে আলমডাঙ্গা পৌরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. মাহফুজুর রানা ও আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একটি টিম উপস্থিত থেকে অভিযানে সহযোগিতা করেন।

আলমডাঙ্গা হিন্দু সম্প্রদায়ের সরস্বতী পূজা উৎসব পালিত

আজ রবিবার সন্ধ্যায় আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার বিভিন্ন মহল্লায় হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্যোগে আয়োজিত সরস্বতী পূজা উৎসবের মন্ডপ পরিদর্শন করেন পৌর মেয়র হাসান কাদির গণু।

কলেজপাড়া শাপলা সংঘের মন্ডপে ৪২ তম সরস্বতী পূজা উৎসব উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিদ্যার দেবী সরস্বতীর কাছে বিদ্যা অর্জনের উদ্দেশ্য প্রার্থনার জন্য সনাতন ধর্মের শিক্ষার্থী ও হাজার হাজার ভক্ত অনুরাগীরা প্রতিবছরের এই পূজা উৎসব পালন করে থাকে।

মন্ডপ পরিদর্শনকালে ও প্রধান অতিথির বক্তব্যকালে আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও পৌরসভার মেয়র জনাব হাসান কাদির গণু বলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ, এখানে সকল ধর্মের মানুষকে সহ অবস্থান করে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে আরো শক্তিশালী করতে ভেদাভেদ ভুলে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, ৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র-২ জহুরুল ইসলাম স্বপন, পূজা উদযাপন পরিষদের আলমডাঙ্গা উপজেলা সভাপতি ডাঃ অমল কুমার বিশ্বাস, বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবু মনিন্দ্র নাথ দত্ত, অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের চুয়াডাঙ্গা জেলা সহ-সভাপতি শ্রী প্রশান্ত কুমার অধিকারী, সহ-সভাপতি বাবু সমীর কুমার দে, জেলা পূজা উদযাপন কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত কুমার বুদ্ধু, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের পৌর শাখার ও ৪নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি পরিমল কুমার কালু ঘোষ,দাহ কমিটির সেক্রেটারি মদন, মিন্টু অধিকারী, কলেজিয়েট স্কুলের উপাধ্যক্ষ শামীম রেজা, আলমডাঙ্গা উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাধুখা,হিন্দু কল্যাণ পরিষদের অসীম সাহা,পৌর শাখার হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সহ-সভাপতি মিলন দাস, পৌর শাখার হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পলাশ আচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন তন্ময় সাহা।

আলমডাঙ্গায় তারাদেবী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে স্বাস্থসেবা ও এম্বুলেন্স হস্থান্তর

আলমডাঙ্গায় তারাদেবী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে স্বাস্থসেবা ও এম্বুলেন্স হস্থান্তর অনুষ্টান অনুষ্টিত হয়েছে।

রবিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে আলমডাঙ্গা সাবেক টকিজ সিনেমা হলে এ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তর অনুষ্টানে সভাপতিত্ব করেন,আলমডাঙ্গা তারাদেবী ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও আলইকরা ক্যাডেট একাডেমীর অধ্যক্ষ এনামুল হক।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড ওয়াল্ডের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক, তারা দেবী ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্টাতা চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের শিল্প ও বানিজ্য উপ কমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগর আলা।

প্রধান অতিথি বলেন,জনগনের স্বাস্থ সেবায় আমরা সব সময় আপনাদের পাশে আছি,ছিলাম,থাকব। বর্তমান সরকার স্বাস্থ সেবা জনগনের দোর গোড়ায় পৌছে দিয়েছে,দেশে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কথা শোনা যায় না।মাননীয় প্রধান মন্ত্রী জননেন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগনের স্বাস্থ সেবার কথা ভেবে প্রত্যেক জেলা শহরের হাসপাতাল গুলো ৫০ শর্য্যা থেকে ১শত শয্যায় উন্নিত করেছে।প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ নিন্ম আয়ের দেশ থেকে উন্নয়শীল দেশে পরিনত হয়েছে।আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে দেশ উন্নত রাষ্ট হবে,এবং স্মার্ট বাংলাদেশের প্রতিষ্টাতা হবেন।তিনি নির্বাচন নিয়ে বলেন,আগামী ২৪ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে,আমি আওয়ামীলীগের সাথে আছি,নেন্ত্রী যদি আমাকে নৌকা প্রতিক দিয়ে নিমিনেশন দেন তবে অবশ্যই আপনাদের পাশে থেকে নির্বাচন করব,নির্বাচিত হলে চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে যাব।আর আমাকে বাদ দিয়ে নেন্ত্রী যাকে মনোনয়ন দেবেন আমি তার কর্মি হিসেবে আপনাদের কাধে কাধ মিলিয়ে নৌকার

পক্ষে কাজ করব।দলে প্রতিযোগীতা থাকবে,প্রতিহিংসা নয়।নেত্রীর প্রতি সকলের আস্থা থাকতে হবে।আমরা দেখি নেত্রী নৌকা দিলেও আমারা অনেকেই বৈরিতা দেখায়,এতে নেত্রী কষ্ট পান।জনগনের জন্য রাজনীতি করি আমার জন্য নয়।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ও পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু,মোমিনপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক,আলমডাঙ্গা তারা দেবী ফাউন্ডেশনের সহ-সভাপতি সাংবাদিক আতিয়ার রহমান মুকুল।

উপজেলা স্বেচ্ছা সেবক লীগের সভাপতি শরিফুল ইসলাম রিফাতের উপস্থাপনায় আরও উপস্থিত ছিলেন,বিজেশ রমেকা লালী বাবু,পৌর স্বেচ্ছা সেবক লীগের সভাপতি মিলন আহম্মেদ,উপজেলা স্বেচ্ছা সেবক লীগের সাধারন সম্পাদক টুকুল, সাংগাঠনিক সম্পাদক নাজমুল হক,রাজু আহম্মেদ প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ১

আলমডাঙ্গার মোড়ভাঙ্গার দাসপাড়ায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার (২৮ জানুয়ারি) বিকেলে আলমডাঙ্গা-হাটবোয়ালিয়া সড়কের দাসপাড়া গ্রামের মোড়ে এদূর্ঘটনা ঘটে।

এতে মামুন (২৫) নামে এক মোটরসাইকেল চালক ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অপর মোটরসাইকেল চালক রাজিব হোসেন (২৫)। আশংকাজনক অবস্থায় রাজিবকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহত মামুন শেখ (২৫) আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নের কুলপালা গ্রামের মসলেম আলীর ছেলে। আহত রাজিবুল হোসেন (২৬) কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার আসাননগর গ্রামের আব্দুল আলিমের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দুই মোটরসাইলের চালক বেপরোয়া গতিতে দুদিক থেকে আসছিল। এসময় দাসপাড়া গ্রামের মোড়ে পৌছালে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলেই মামুনের মৃত্যু হয়। স্থানীয় ব্যক্তিরা গুরুতর অবস্থায় রাজিবকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত একজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

আলমডাঙ্গা এরশাদপুরে ৭ জুয়াড়ি আটক

আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার এরশাদপুর থেকে ৭ জুয়াড়িকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (২৪ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে পৌর এলাকার এরশাদপুর তাঁতীপাড়া থেকে তাদের আটক করা হয়।

এ সময় নগদ ২ হাজার ২৭৮টাকাসহ জুয়ার বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।

আকটরা হলেন-মোঃ শরিফুল ইসলাম (৩৫),সাজু বিশ্বাস (৩৭) রাজিব আহম্মেদ ওরফে শিমুল (৩২),রাশেদ (৪৫),টুকু (৫০),কুদ্দুস (৫০),আইনুদ্দিন (৫৮)। তাদের বাড়ি আলমডাঙ্গার পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামে। জুয়া আইনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরর পর আজ বুধবার আদালতে পাঠানো হবে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশের একটি দল পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামে

অভিযান চালায়। এ সময় জুয়া খেলা অবস্থায় জুয়ার কোর্ট থেকে ৭ জুয়াড়িকে আটক করা হয়। কাল বুধবার তাদের আদালতে পাঠনো হবে।